চতুর্থ অধ্যায়

পাপের উৎপত্তি

(Origin of Sin)

পাপের উৎপত্তি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিমূর্তি বিকৃত (দূষিত) হয়েছে। মানুষ এখন পাপী, বিভিন্ন ধরণের পাপ কার্যে লিপ্ত। তাই স্বভাবতই একটি প্রশ্ন আমাদের মনে আসে, "পাপ এল কোথা থেকে?" ঈশ্বর কি মানুষকে পাপপূর্ণ সত্তা হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন? নাকি, মানুষ তার সৃষ্টির পর পাপে পতিত হয়েছিল? এবং যদি সে সৃষ্টির পর পাপে পতিত হয়ে থাকে, কিভাবে এই পতন ঘটছিল?

খ্রীস্টের চিন্তাধারার ইতিহাসে, উপরের প্রশ্নগুলির যে সাধারণ উত্তর দেওয়া হয়েছে, তা হল: ঈশ্বর মানুষকে তাঁর দৃষ্টিতে উত্তম জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন, সৃষ্টির সময় মানুষের মধ্যে কোন মন্দ চিন্তা বা বাসনা ছিল না। কিন্তু আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হবার অবাধ্যতা ও পাপে পতনের দ্বারা পৃথিবীতে পাপের অনুপ্রবেশ ঘটে। পাপে পতনের পর থেকে মানবপ্রকৃতি এমনভাবে দূষিত *(corrupt)* হয়েছে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষ এখন কোনরূপ প্রকৃত উত্তম কার্য করতে পারে না এবং সে সর্বদা বিভিন্ন মন্দের অনুরাগী।

১। *আদম কি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব?*

বর্তমান কালে অনেক ঈশতত্ত্ব শিক্ষকেরা আদম ও হবাকে প্রকৃত মানুষ, অর্থাৎ এই পৃথিবীর অধিবাসরূপে গ্রহণ করতে চান না। কিন্তু তাঁরা আদম ও হবাকে মানুষের স্বর্গীয় উৎপত্তি এবং পাপের পতনের প্রতীক *(Symbol)* হিসাবে বর্ণনা করে, ফলস্বরুপ, আদি. ৩ অধ্যায়ে মানুষের পতনের ঘটনাকে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে স্বীকার করেন না। আদি. ৩: ১-৭ পদের বিবরণকে *Karl Barth* ইতিহাস হিসাবে নয়, কিন্তু রূপক-কাহিনী *(saga)* হিসাবে চিন্তা করেন। আদমকে ঐতিহাসিক চরিত্র নয় কিন্তু আদমকে অনুকরণকারী সকল মানুষের উদাহরণমূলক উপস্থাপক *(exemplarily representative)* হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন; মানুষ কখনই ঈশ্বরের সামনে নিষ্পাপ ছিল না। *Emil Brunner* আদমের কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা বর্জন করে বলেছেন, আধুনিক মানুষের পক্ষে এ কোনমতে গ্রহণযোগ্য নয়। *M. H. Kuitert* নামে একজন সাম্প্রতিককালের ঈশতত্ত্ববিদ আদমকে ঐতিহাসিক চরিত্র নয় কিন্তু শিক্ষাদানের মডেল *(Teaching model)* হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে ও যীশুখ্রীস্টের গুরুত্ব ও বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে।

বাইবেল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার ফলস্বরূপ তাঁরা এই প্রকার ভ্রান্ত শিক্ষার অধিকারী হয়েছেন। কারণ কেবল আদিপুস্তকে প্রথম মানুষের কথা বলা হয়নি, বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে প্রথম মানুষের বর্ণনা আছে। ১ম বংশাবলি ১ অধ্যায়ে যে বংশাবলির উল্লেখ করা হয়েছে, তা আদমকে দিয়ে শুরু হয়েছে (১ পদ)। একই ভাবে লুক লিখিত সুসমাচার ৩ অধ্যায়ের বংশাবলি আদমকে দিয়ে শেষ হয়েছে (লুক ৩১ ৩৮)। এখানে পরিষ্কারভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টি-কার্যের ফলস্বরূপ আদমের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে।

ঠিক একইভাবে, বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে ফরীশীদের প্রশ্নের উত্তরে, যীশু নিজে আদিপুস্তকে উল্লিখিত (আদি. ১: ২৭;২: ২৪) মানুষের সৃষ্টির কথা ও প্রথম মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন (মথি ১৯: ৪-৬, মার্ক ১০: ৬-৮)। যদি আদিপুস্তকের বিবরণ শুধুমাত্র প্রতীক *(symbol)* বা শিক্ষাদানের মডেল *(Teaching Model)* হত, তা হলে যীশুর এই উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা *(relevance)* সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়।

পৌলও আদমের ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করেছেন। ১ম তীমথিয় ২: ১৩ পদে পৌল বাস্তবে আদমের পরে হবার সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। আবার ১ম তীমথি ২: ১৪ পদ, মানুষের পাপে পতন সম্বন্ধে, আদি. ৩: ১৩ পদে বর্ণনার ঐতিহাসিক বাস্তব সত্যতা স্বীকার করে। ১ম করি. ১৫: ২২-২৩ পদে পৌল দুই ব্যক্তিত্বকে তুলনা করেছেন: প্রথম ব্যক্তির দ্বারা পাপ পৃথিবীতে এসেছে; এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির দ্বারা পুনরুত্থান এসেছে। ২২ পদে প্রথম ব্যক্তিকে আদম ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যীশু বলা হয়েছে। পৌল আদম ও যীশুকে পাশাপাশি রেখেছেন। এখন, পৌল অবশ্যই যীশুকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যিনি ইতিহাসের একটি

সময়ে পৃথিবীতে ছিলেন, হিসাবে বিশ্বাস করতেন। যীশুর সঙ্গে আদমের তুলনা তাই আদমের ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্বন্ধে পৌলের বিশ্বাসকেই তুলে ধরে। আদম যদি একটি রূপকথার চরিত্র হত, তা হলে যীশুর সঙ্গে তার তুলনা যেমন অবান্তর হত, তেমনই যীশুর ঐতিহাসিক সত্যতাও প্রশ্নের বিষয় হত।

এই একই অধ্যায়ে পৌল আবার আদমকে যীশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন (১ করি. ১৫: ৪৫-৪৭)। এই তুলনা আদম নামক ঐতিহাসিক চরিত্রের বাস্তবতা প্রমাণ করে। আদম ঐতিহাসিক চরিত্র না হলে এই প্রকার তুলনার কোন অর্থ হয় না। আদম এবং খ্রীস্ট, এই দুই ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যজাতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, এবং উভয়েই ঐতিহাসিক বাস্তব চরিত্র না হলে এই সম্পর্কের কোন মূল্য থাকে না।

রোমীয় ৫: ১২-২১ পদে, প্রথম আদমের মাধ্যমে আমরা যে সকল মন্দ ফল পেয়েছি ও দ্বিতীয় আদমের দ্বারা যে সকল আশীর্বাদ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তার তুলনা করা হয়েছে। পৌলের বর্ণনা অনুসারে, আদম নামক এক বাস্তব ব্যক্তিত্বের অবাধ্যতা বা অপরাধের দ্বারা সকল মানুষের কাছে মৃত্যু ও দণ্ডাজ্ঞা উপস্থিত হয়েছে। রোমীয় ৫: ১২ পদে এক মানুষের দ্বারা পৃথিবীতে পাপ ও মৃত্যুর প্রবেশের কথা বলা হয়েছে এবং সেই মৃত্যু সমুদয় মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছে। আবার রোমীয় ৫: ১৪ পদে আদম থেকে মোশী পর্য্যন্ত ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আদমের থেকে পৃথক পাপের কথা বলা হয়েছে। এখন যদি আদম তার ন্যায় সকল পাপী মানুষের প্রতীক হত, বা শুধুমাত্র একটি *Teaching Model* হত, তা হলে এই সকল বিবৃতির কোন মূল্য থাকে না। ৫: ১৫ পদে একের *(one)* সঙ্গে অনেকের *(many)* তুলনাকে জোড় দেওয়া হয়েছে। এখন *Karl Barth*, ইত্যাদির ব্যাখ্যা স্বীকার করে আদমকে প্রত্যেক মানুষের প্রতীক হিসাবে ধরলে এই তুলনা অবান্তর হয়ে পড়ে। *Karl Barth* কে স্বীকার করলে, এই পদটি সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করা হয়: অনেকের অপরাধে যখন অনেকে মরিল . . . । আদমের ঐতিহাসিক সত্যতা বর্জন, ৫: ১৯ পদের খ্রীস্টীয় বিশ্বাসকে দারুণভাবে আঘাত করে। কারণ সকল খ্রীস্ট-বিশ্বাসী স্বীকার করেন যে, মানুষ আমরা আমাদের আজ্ঞাবহতার দ্বারা নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে খ্রীস্টের আজ্ঞাবহতার দ্বারা আমরা সকলে ধার্মিক গণিত হয়েছি। কিন্তু এই পদের প্রথম অংশে উল্লিখিত আদমকে প্রত্যেক মানুষের প্রতীক হিসাবে চিন্তা করলে, এই পদের দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত আমাদের পরিত্রাণ সম্বন্ধে পৌলের সকল শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়।

আদমের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বর্জনের দ্বারা আমরা শুধু যে ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিই তা নয়, এর দ্বারা মানুষ সম্পর্কেও আমরা ভুল চিন্তাধারায় উপস্থিত হই। *Kuiter*-এর *Teaching Model* অনুসারে সেখানে এমন কোন সময় ছিল না, যখন কিনা মানুষ নিষ্পাপ ছিল। এর অর্থ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টির মূহূর্ত থেকে মানুষ পাপী ছিল বা পাপ করতে বাধ্য ছিল। অর্থাৎ সৃষ্টি হিসাবে, মানুষ হিসাবে পাপ মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের জীবনের সঙ্গে পাপের এই প্রকার সম্পর্ক হলে, মানুষ হয়ে পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে - নিষ্পাপ হতে হলে, মানুষ নয় এমন জীব হতে হবে (স্বর্গদূত?)। কিন্তু আদি. ৩ অধ্যায়ে মানুষের পতনের ঘটনার বর্ণনা থেকে আমরা স্পষ্ট শিক্ষা লাভ করি যে, ঈশ্বর মানুষকে নিষ্পাপ (উত্তম) করে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু মানুষ ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি কাজের দ্বারা নিজেকে দূষিত বা কলুষিত করেছে। অর্থাৎ, পাপ মানুষের জীবনে একটি দুর্ঘটনা, সত্ত্বাগত বৈশিষ্ট নয়। এ আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে, মানুষ মানুষ হয়ে পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কোন উচুঁ মানের জীবে রূপান্তরিত হবার প্রয়োজন নেই। এই সত্য অনুসারে, যীশুখ্রীস্ট নিজে যদিও নিষ্পাপ ছিলেন, তবু খাঁটি (প্রকৃত) মানুষ ছিলেন। প্রথম মানুষ আদমের দ্বারা আমরা যখন পাপে পতিত হয়েছি, তখন দ্বিতীয় মানুষ খ্রীস্টের দ্বারা আমরা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্পাপ হতে পারি।

২। *স্বর্গদূতদের পাপে পতন (The Fall of the Angels)*

মানুষের পাপ করবার পূর্বে পৃথিবীতে পাপের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং আদি. ৩: ১ পদে আমরা দেখতে পাই যে আদম ও হবা ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু সাপের *(the serpent)* দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিল। বাইবেলের অন্য অংশ থেকে এটা স্পষ্ট যে, সেই সর্প শয়তানের মুখপাত্র বা যন্ত্র হিসাবে কাজ করেছিল। এই শয়তান হল ঈশ্বরের সৃষ্ট স্বর্গদূতদের মধ্যে অন্যতম প্রধান একজন স্বর্গদূত, যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করে, এবং অন্যান্য পতিত স্বর্গদূতদের নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে (প্রকা. ১২: ৯; ২০: ২)। এখন যেহেতু সর্প আমাদের আদি পিতা-মাতাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে প্রলোভিত করে, এবং যেহেতু সে শয়তানের একটি যন্ত্র ছিল, সেইহেতু আমরা বলতে পারি যে, মানবজগতে পাপ প্রবেশের পূর্বেই স্বর্গদূতদের জগতে পাপ ছিল। শয়তান যদিও উত্তমরূপে সৃষ্ট হয়েছিল, সে তার উত্তম অবস্থা থেকে মন্দ অবস্থাতে পতিত হয়েছিল এবং অনেক পতিত স্বর্গদূতদের পরিচালনা করেছিল (২পিতর ২: ৪)।

শাস্ত্র থেকে আমরা স্বর্গদূতদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারি:

১) স্বর্গদূতেরা ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট (কলসীয় ১: ১৬)।

২) সৃষ্ট বিষয় হিসাবে তারা সকলেই ঈশ্বরের হাতে গড়া (গীত. ৩৩: ৬, নহি. ৯: ৬, ইফি. ৩: ৯, যোহন ১: ৩, রোমীয় ১১: ৩৬)।

৩) তাদের সৃষ্টির সময় সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। কিন্তু নিশ্চয় করে বলা সম্ভব যে, সপ্তমদিনে বিশ্রাম নেবার পূর্বে ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছিলেন (আদি. ১: ৩১)।

৪) তাদের পাপে পতনের সময় বা প্রকৃতি সম্বন্ধেও শাস্ত্র পরিষ্কার বিবৃতি দেয় না। তবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব যে, মানুষের পতনের পূর্বে তাদের পতন হয়েছিল। স্বর্গদূতদের পতন সম্বন্ধে যিহুদা ৬ পদে যে সামান্য কথা বলা হয়েছে, তা থেকে বলা যেতে পারে যে, এই সকল স্বর্গদূতদের ঈশ্বর যে পদমর্যাদা দিয়েছিলেন, তারা সেই পদ বা অবস্থা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট ছিল না। তারা আরো অধিক ক্ষমতা ও উন্নত পদের আকাঙ্ক্ষী ছিল এবং এটাই তাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেছিল; অর্থাৎ তাদের পাপের মূলে ছিল গর্ব, যা তাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ *(rebellion)* করতে চালিত করেছিল। এই বিষয়ে ১ম তীম. ৩: ৬ একই কথা বলে।

৫) অতএব পাপের উৎপত্তি স্থল মানুষ্য জগৎ নয়, কিন্তু আত্মাদের জগৎ। এই আত্মারা বাইরের কোন শক্তি বা ক্ষমতার দ্বারা পাপে পতিত হবার জন্য প্রলোভিত হয়নি, তারা নিজেদের দ্বারা নিজেরা পাপে পতিত হয়েছিল। তাই যোহন ৮: ৪৪ পদে যীশু দিয়াবলকে 'নরঘাতক' এবং 'মিথ্যা কথা বলা তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যর প্রকাশ,' এমন কথা বলেছেন।

৬) মনুষ্য জগতে কিন্তু পাপ করার জন্য বাইরে থেকে প্রলোভনের এসেছে। আমাদের আদি পিতা-মাতা সর্পের বেশধারী দিয়াবলের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিল। সেই সর্পের মাধ্যমে দিয়াবল মানুষের মধ্যে মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ এবং জীবিকার দর্প সৃষ্টি করেছিল (১ যোহন ২: ২৬)। যদিও এই ঘটনা মানুষের পাপে পতনের জন্য মানুষের দায়িত্বকে কোনমতে অস্বীকার করে না, তবু এই ঘটনা মনুষ্য জগতে পাপের প্রবেশ ও স্বর্গদূতদের জগতে পাপের প্রবেশের পথ সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যকে নির্দেশ করে। *Netherlands* -এর ঈশতত্ত্ববিদ *Harman Bavink*-এর মতে, বাইরের প্রলোভনের দ্বারা মানুষ পাপে পতিত হওয়ায়, পাপ থেকে তার উদ্ধার সম্ভব; কিন্তু পতিত স্বর্গদূত বা শয়তানের পক্ষে পরিত্রাণ লাভ অসম্ভব, যেহেতু বাইরের প্রলোভনের দ্বারা নয়, তার নিজের মধ্যে পাপের উৎপত্তি ঘটেছিল।

৩। *সর্প এবং সেই স্ত্রী (হবা)*

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে পাপে পতনের বিবরণের ঐতিহাসিক সত্যতা অনেক ঈশতত্ত্ববিদ স্বীকার করলেও সাপের কথা বলা বা সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ ও জীবনবৃক্ষের প্রকৃত বাস্তবতা স্বীকার করেন না। অর্থাৎ ইতিহাসের কোন এক সময় পাপে পতন ঘটলেও এই বিবরণের প্রত্যেকটি বিষয়ের আক্ষরিক ব্যাখ্যা স্বীকার করা হয় না।

বাইবেলের অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণের সঙ্গে আদি. ১-৩ অধ্যায়ের বিবরণের একটি প্রাথমিক পার্থক্য আছে। সাধারণত বাইবেলের লেখকরা নিজেরা যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন বা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন কিংবা অন্যান্যদের কাছ থেকে যে সকল বিষয় শুনেছিলেন, তা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আদি. ১-৩ অধ্যায়ের বিভিন্ন ঘটনার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল না। আবার আদম থেকে তার পরবর্তী বংশধরদের কাছে যেকোন মৌখিক কাহিনীর *(Oral Tradition)* হস্তান্তর ঘটেছে, এমনও নয়। কারণ যিহোশূয় ২৪: ২, ১৪ পদ অনুসারে, সত্য ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান, উর ত্যাগ করার মূহূর্ত পর্যন্ত অব্রাহাম ও তার পূর্ব-পুরুষদের কাছে লুপ্ত ছিল; তারা অন্য দেবতার সেবা করত। তাই আদিপুস্তকের লেখক মোশী যখন এই পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন, তখন ১-৩ অধ্যায়ের ঘটনাসমূহের কোন প্রকৃত সাক্ষী বা মৌখিক কাহিনী তাঁর কাছে ছিল না। এই কারণে অনেক ঈশতত্ত্ববিদ ১-৩ অধ্যায়ের ইতিহাসকে বাইবেলের অন্যান্য অংশের ইতিহাসের থেকে একটু আলাদা করে দেখতে চান।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে, আদি ১-৩ অধ্যায়ের ঐতিহাসিক সত্যতা তাঁরা অস্বীকার করেন। তাঁরা বলতে চান যে, আদি ১-৩ অধ্যায়ের ইতিহাস লেখার পদ্ধতি ও রাজাবলি বা বংশাবলি পুস্তকের ইতিহাস লেখার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে। এর ফলে আমাদের কাছে যে প্রশ্নটি উপস্থিত হয়, সেটি হল, তা হলে আমরা কি আদি ১-৩ অধ্যায়ের সকল বিবরণকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারি? সত্যিকারের সাপ, সাপের কথা বলা, সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ (২: ১৭), বা জীবনবৃক্ষকে (৩: ২২, ২৪) কি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করব? অনেকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রতীকীকরণ *(symbolic)* বা আকারগত *(figurative)* ব্যাখ্যার কথা বলেছেন।

এ কথা সত্য যে, আমরা জানি না, মোশী কিভাবে আদি. ৩ অধ্যায়ের ঘটনা সমূহ জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু মানবজাতীর ইতিহাসের প্রাক্কালে এই ঘটনাগুলি তাঁর কাছে বিশেষ স্বর্গীয় প্রকাশের দ্বারা ব্যক্ত হওয়ার সর্বাধিক সম্ভাবনা আছে। এখন, যদি ঈশ্বর স্বয়ং সৃষ্টির প্রাক্কালের এই সকল বিষয়গুলিকে মোশীর কাছে প্রকাশ করে থাকেন, আমরা কোন যুক্তিতে এই সকল বিবরণের আক্ষরিক ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করতে পারি?

অনেকে আবার নরাত্মারোপের *(Anthropomorphism)* কথা বলে থাকেন। এই কারণে আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ঘটনাগুলির আক্ষরিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তাঁরা মত প্রকাশ করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা ধূলি থেকে মানুষের সৃষ্টি (২: ৭), ঈশ্বর দ্বারা আদম-হবার জন্য পোশাক প্রস্তুতকরণ (৩: ২১) ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে করেন। এখন, *Anthropomorphism* কেবলমাত্র আদিপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বরের পা (যাত্রা. ২৪: ১০), হাত (যিশা. ৫০: ১১), হৃদয় (হোশেয় ১১: ৮), চোখ (গীত. ৩৪: ১৫), ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অব্রাহামের কাহিনী (মানুষ হয়ে অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের আগমন, অদি. ১৮), যাকোবের কাহিনী (ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ, আদি. ৩২: ২৪-৩২), বা মোশীর কাহিনীতেও (যাত্রা. ৪: ২৪-২৬) পাওয়া যায়। এখন অব্রাহাম, যাকোব বা মোশীর কাহিনীতে এই সকল *Anthropomorphism*-এর উপস্থিতি কখনই ঐ সকল ঘটনার ইতিহাসকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র প্রতীকীকরণ বা আকারগত ব্যাখ্যার কথা বলে, এমন নয়। অবশ্যই ঈশ্বর আত্মা (যোহন ৪: ২৪), আমরা নিশ্চয়ই আদি. ২-৩ অধ্যায়ের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে ঈশ্বরকে মানুষের স্তরে নিয়ে আসব না। কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে সাপ বা বৃক্ষ সম্বন্ধে বিবৃতিকে আমরা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারি না।

অনেকে আবার পাপে পতনের বিবরণের মধ্যে প্রতীকী অর্থ *(Symbolic meaning)* আছে বলে মনে করে। তারা মনে করে যে, সদসৎ বৃক্ষ প্রলোভনের সম্ভাবনা *(Possibility of temptation)*, বা ভুল পথে সৎ ও অসৎ জ্ঞান লাভকে নির্দোষ করে; এবং জীবনবৃক্ষ ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের অনন্তকালীন ও অবিনশ্বর সহভাগিতার সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। বা সাপের দ্বারা তার পিছনে মন্দ শক্তির উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। তাই তাদের মতে, এখানে সাপ বা বৃক্ষ আক্ষরিক অর্থে নয়, কিন্তু প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সাপের পিছনে মন্দশক্তির উপস্থিতি বা বৃক্ষের প্রতীকী গুরুত্ব কখনই তাদের অবাস্তবতাকে প্রমাণ করে না। আবার যদি আমরা সাপ বা বৃক্ষকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করি, তা হলে আদম ও হবা ঠিক কিভাবে পাপ করেছিল তা আমাদের কাছে সর্বদা অজ্ঞাত থাকবে। তা হলে যে উদ্দেশ্যে ঈশ্বর আদি. ৩ অধ্যায়ের ঘটনার বিবরণ আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, তা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে ---- আমরা সেই ঘটনা সম্বন্ধে অন্ধকারেই থেকে যাব।

আদি. ৩: ১ পদে সাপকে ঈশ্বরের সৃষ্ট বিভিন্ন জীবের মধ্যে একটি জীব হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পর সাপের প্রতি ঈশ্বরের শাস্তিও প্রকৃত সাপকেই নির্দেশ করে (১৪ পদ)। আবার ২য় করি. ১১: ৩ পদে পৌলও প্রকৃত সাপকে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করেছেন। অবশ্য এই সাপ কোন সাধারণ সাপ ছিল না। কারণ সে কথা বলতে পারত এবং এমন বিষয় জানত যা ঈশ্বর কেবল আদমকে বলেছিলেন। এই সাপের পিছনে সেই মন্দ বিষয় ছিল যে আদমের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা সম্বন্ধে জানত, যে ঈশ্বরকে ঘৃণা করত, এবং যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আদম ও হবাকে পাপ করার জন্য প্রলোভিত করতে চেয়েছিল। নতুন নিয়ম থেকে আমরা জানতে পারি যে, সেই সাপের পিছনে দিয়াবল বা শয়তান ছিল। যোহন ৮: ৪৪ পদে যীশু তাকে "আদি থেকে নরহত্যাকারী", "মিথ্যার পিতা" বলে সাপের পিছনে দিয়াবলের উপস্থিতির কথা বলেছেন। প্রকাশিত বাক্য ১২: ৯ ও ২০: ২ পদে এই সাপকে পরিষ্কারভাবে দিয়াবল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব আদি. ৩ অধ্যায়ের সাপকে আমরা সত্য/প্রকৃত সাপ হিসাবে দেখব, যে প্রকৃতভাবে কথা বলতে পারত (শয়তানের শক্তিতে) কিন্তু সে শয়তানের যন্ত্র ছিল। বা শয়তান তাকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে আমাদের প্রথম পিতা-মাতাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে পরিচালিত করেছিল।

কিন্তু এই সাপ সরাসরি আদমের প্রতি নয় কিন্তু হবার প্রতি এগিয়ে এসেছিল এবং কারণ সে জানত যে, হবা ঈশ্বরের আজ্ঞা সরাসরি শোনেনি, আদমের মাধ্যমে শুনেছিল। এই কারণে তর্ক ও সন্দেহ পোষণ করবার জন্য হবাই শয়াতানের কাছে বেশি কাঙ্খিত ছিল।

এ কথা সত্য যে, সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অনেক আগে থেকেই হবার হৃদয়ে পাপের সূচনা হয়েছিল। আমরা তার পাপে পতনের বিভিন্ন পদক্ষেপ লক্ষ করতে পারি -

১) **সন্দেহ** - শয়তান সাপের মাধ্যমে হবার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল, যখন সে নারীকে জিজ্ঞাসা করেছিল - "ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলেছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খেয়ো না?" (আদি. ৩: ১)

২) **অসন্তোষ** - আদি ৩: ২-৩ পদে হবার উত্তর থেকে, তার মনে যে অসন্তোষের সূচনা হয়েছিল, আমরা তা দেখতে পাই। প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর কখনোই আদম ও হবাকে ঐ বৃক্ষের ফল স্পর্শ করতে নিষেধ করেননি। কিন্তু হবা যখন ঐ স্পর্শের কথা উল্লেখ করেছে তার দ্বারা হবা তার মনের অসন্তোষের প্রকাশ ঘটিয়েছে, যেন ঈশ্বর অযৌক্তিক ভাবে তাদের চলাফেরায়

হস্তক্ষেপ করেছেন।

৩) অবিশ্বাস - এই সন্দেহ ও অসন্তোষ শীঘ্রই হবাকে অবিশ্বাসের পথে পরিচালিত করে। ৩: ৪ পদে যখন সর্প নারীকে বলল ‘কোন ক্রমে মরিবে না’, তখন থেকে হবা সর্পকে বিশ্বাস করতে এবং ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করতে শুরু করল,

৪) গর্ব - এর পরে শয়তান ৩: ৫ পদে হবার মনে গর্বের সৃষ্টি করে। ফলে ‘মহৎ বা ঈশ্বরের সমকক্ষ হওয়ার অধিকার থেকে এতদিন পর্যন্ত তাদের বঞ্চি ত করা হয়েছে’, এমন চিন্তার উদয় হয়। সেই জন্য গর্বের কথা চিন্তা করে নারী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৫) মন্দ ইচ্ছা - নারী যখন সেই বৃক্ষের ফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করল, এখন তার হৃদয়ে মন্দ ইচ্ছার (বাসনা, কামনা) সূচনা ঘটে (আদি. ৩: ৬)। সুখাদ্য হিসাবে, চক্ষুর লোভজনক, ও জ্ঞানদায়ক (মহৎ হবার সুযোগ) হিসাবে সেই ফল তার ইন্দ্রিয় সকলের কাছে আবেদন করল (১ম যোহন ২: ১৬)। ফলস্বরূপ নারী শেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৬) অবাধ্যতা - সেই বৃক্ষের ফল নিজে ভোজন করল ও নিজ স্বামীকে দিল, সেও ভোজন করল (৩: ৬)।

অতএব, এই সকল বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে শয়তান আমাদের আদি পিতা-মাতাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপের পথে চালিত করতে সফল হয়।

৪। পাপের ধাঁধা

আদিপুস্তকে মানব জাতির মধ্যে পাপের অনুপ্রবেশের বর্ণনা দেওয়া হলেও পাপের উৎপত্তি ও প্রবেশের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এই বর্ণনায় পাপের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হলেও পাপের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়নি। পাপ সম্বন্ধে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, মানুষ এবং স্বর্গদূতদের জীবনে এর ব্যাখ্যা করা অসম্ভ ব। পাপের উৎপত্তি সম্বন্ধে *Harman Bavinck* -এর মন্তব্য: এ জীবনের অন্যতম প্রধান রহস্য।

আমাদের প্রথম পিতা-মাতাকে যখন সৃষ্টি করা হয়, তখন তাদের মধ্যে পাপ করার সম্ভ াবনা ছিল, এ খুবই সত্য। আগস্টিন প্রথম সৃষ্ট মানুষকে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন: পাপ না করেও থাকতে পারে, এমন জীব হিসাবে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই বিবৃতি অবশ্য শুরুতে আদম ও হবার মধ্যে পাপ করার সম্ভ াবনার উপস্থিতিকে নির্দেশ করে। কিন্তু এই সম্ভাবনা কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত হল, তা আমাদের পক্ষে সমাধানের অযোগ্য রহস্য হয়ে থাকবে। কিভাবে হবার মনে সন্দেহের সূচনা হল, তা আমরা কখনও জানতে পারব না। একজন মানুষ, যে কিনা নিষ্পাপ অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল, সে কিভাবে পাপসক্ত হল, তা আমরা কখনও বুঝতে পারব না।

ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টিতে বা মানুষের প্রতি দত্ত তার বিভিন্ন আশীর্বাদের মধ্যে পাপের নিমিত্ত কোন কারণ খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর। ঈশ্বরের কাছ থেকে আদম ও হবা যে সকল আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, সে সকলের দ্বারা আদম ও হবা নিশ্চ য়ই শয়তানের প্রলোভনকে জয় করে ঈশ্বরের বাধ্য থাকতে পারত। ঈশ্বরের যে আত্মা তাদের মধ্যে বসবাস করছিলেন, তাঁর শক্তিতে তারা তাদের নৈতিক সততা বজায় রাখতে সক্ষম ছিল। কিন্তু যেখানে তারা তাদের নৈতিকতা রক্ষা করতে পারত বা রক্ষা করা তাদের উচিত ছিল, সেখানে তারা কেন তা করতে পারেনি, সেটাই বড় প্রশ্ন।

আবার আমরা ঈশ্বরকে আমাদের প্রথম পিতা-মাতার পাপে পতনের কারণ হিসাবে দায়ী করতে পারি না। কারণ ঈশ্বর কখনও তাদের পাপের পথে (যা সর্বদা তাঁর ইচ্ছাবিরুদ্ধ) চালিত করতে পারেন না। সমগ্র বাইবেল এই বিষয় আমাদের শিক্ষা দেয়। যাকোব ১: ১৪ পদ আমাদেরে শিক্ষা দেয় যে, “প্রলোভনের ছবন্দ্বপ্পস্নাদ্ধব্রব্ধনস্পঃগ্ন সময়ে কেহ না বলুক, ঈশ্বর হইতে আমাকে প্রলোভিত করা হইতেছে; কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রলোভিত করা যায় না, আর তিনি কাহাকেও প্রলোভিত করেন না।” আদম ও হবা পাপ করতে নিজেদের মন্দ কামনা দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল, কিন্তু কেন ও কিভাবে তারা এই কাজ করেছিল, তা আমরা কখনও বুঝতে পারব না।

আমরা বলতে পারি যে, এই পাপপূর্ণ কাজের পিছনে একটি পাপপূর্ণ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই মন্দ অভিলাষের উৎপত্তি কি? কিভাবে একটি নিষ্পাপ ইচ্ছা পাপপূর্ণ ইচ্ছার জন্ম দিল? তাই আগস্টিন এই পাপ ইচ্ছার উৎপত্তির কারণ খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। কারণ এ এমন কাজ, যাকে আমরা অন্ধ কারকে দেখা বা নীরবতাকে শোনার সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

অপর দিকে এ খুবই সত্য যে, আমাদের প্রথম পিতামাতার পাপে পতন ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুমতির বাইরে কিন্তু ঘটেনি। ঈশ্বর মানুষকে পাপে পতিত করেননি কিন্তু তিনি মানুষের এই পাপে পতনকে মঞ্জুর করেছিলেন বা অনুমতি দিয়েছিলেন। এ একটি খুবই কঠিন প্রশ্নের সৃষ্টি করে: ঈশ্বর কিভাবে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু ঘটতে দিতে পারেন বা অনুমতি দিতে পারেন? অনেক বৎসর পূর্বে, এই সম্বন্ধে সাধু আগস্টিন এই রকম মন্তব্য করেছেন: **খুবই অদ্ভুতভাবে মানুষের পাপে পতন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটেছে কিন্তু ইহা তাঁর ইচ্ছার বাইরে ঘটেনি**।

অতএব, পাপ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তা ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে বা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া ঘটেনি। ঈশ্বর মানুষের পাপে পতনকে অনুমোদন করেছিলেন, কারণ তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা তিনি মন্দের মধ্যেও উত্তমের আনয়ন করতে সক্ষম। কিন্তু এই কথা মানুষকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, **"পৃথিবীতে মানুষের পাপে পতন ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে নয়,"** এ কথাকে কখনোই আমরা অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করতে পারি না এবং পাপের উৎপত্তির কারণ হিসাবেও ব্যবহার করতে পারি না। পাপ সর্বদা আমাদের কাছে রহস্য বা ধাঁধা হয়ে থাকবে।